প্রথম আলো

তারিখ 27 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ২

মেডিকেল কলেজে ভর্তি

মন্ত্রণালয়ের সনদ নেওয়ার সিদ্ধান্তে পার্বত্য শিক্ষার্থীদের বিড়ম্বনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশের ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী ও বাঙালি ছাত্রছাত্রীরা তাদের জাতিসত্তা প্রমাণের সনদ জোগাড় করতে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হচ্ছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী পার্বত্য জেলার আদিবাসী এবং যারা আদিবাসী নয়, তাদের পার্বত্যবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছ থেকে সনদ নিতে হবে।

জানা যায়, পার্বত্য এলাকার আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মন্ত্রণালয়ের সনদ পেতে আগে প্রয়োজন রাজার সনদ, জেলা প্রশাসকের সনদ, ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা চেয়ারম্যানের সনদ, মৌজাপ্রধানের সনদ ও এইচএসসি পাসের সনদ। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ আছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র দেবেন সংশ্লিষ্ট সার্কেল চিফ বা রাজা।

গত বছরের আগ পর্যন্ত সার্কেল চিফ (রাজা) বা জেলা প্রশাসকের কাছ থেকে স্থায়ী বাসিন্দা সনদ নিয়েই আদিবাসী শিক্ষার্থীরা ভর্তির আবেদন করত। পুলিশি তদন্ত সাপেক্ষেই রাজা বা জেলা প্রশাসক এই সনদ দিয়ে থাকেন। এর সঙ্গে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সচিবের সনদ নেওয়া বাধ্যতামূলক করায় ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীদের হয়রানি বেড়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন।

পার্বত্য এলাকার শিক্ষার্থী জ্যোতি জীবন চাকমা, উত্তম চাকমা, যমসিতা চাকমাসহ কয়েকজন গত ২৪ সেপ্টেম্বর প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা ও স্বাস্থ্য উপদেষ্টার কাছে পাঠানো এক আবেদনে বলেন, মন্ত্রণালয় থেকে এ ধরনের সনদ জোগাড় করে ভর্তি পরীক্ষার আবেদন করার বিষয়টি পক্ষপাতদুষ্ট আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য অযৌক্তিক ও হয়রানিমূলক সিদ্ধান্ত।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, যেখানে একজন ভর্তি পরীক্ষার্থীর সার্বক্ষণিক ভর্তি প্রতিযোগিতার জন্য পড়ার টেবিলে থাকার কথা, সেখানে ওই সনদ সংগ্রহ করতেই তার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় শেষ হয়ে যায়। তিনি অবিলম্বে ওই সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্য সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) অধ্যাপক ডা. কদকার মো. সিফায়েত উল্লাহ *প্রথম আলোকে* বলেন, ইতিমধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে যে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সনদ ছাড়া অন্যান্য সনদ দিয়ে শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবে। দু-এক দিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেওয়া হবে।

ঢাকায় অবস্থিত তিন পার্বত্য জেলার আদিবাসী ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক নিকোলাস চাকমা জানান, আমার দায়িত্বটা যেহেতু ছাত্র সম্পর্কিত, সেহেতু পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের সনদপত্র সংগ্রহ করতে একজন শিক্ষার্থী বা অভিভাবক কতটা আর্থিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা দেখতে পাই।